দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... NOV 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ ...

সমাবর্তনের নাম করে ইবি'র ৬৬ শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন না ॥ পরীক্ষা স্থগিত শিক্ষার্থীরা দিশাহারা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তনের কথা বলে ক্লাস নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৬৬ শিক্ষক। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। ১৫টি বিভাগের পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষিত হলেও তা পুনরায় স্থগিত করা হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা লজ্ঘন ও আইন অমান্য করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ইস্যুর প্রেক্ষিতে হরতাল, ক্লাস ধর্মঘট, সড়ক অবরোধ, ভাংচুর, সংঘাত ও সংঘর্ষকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ক্লাস হয়েছে ৬৪ দিন। কয়েকটি বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা দেড় বছর পূর্বেও যে কায়দায় নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিক্ষকরা, সেই একই কায়দায় কথা বলা অব্যাহত রেখেছেন। '৯৬ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যে সকল পরীক্ষা সেগুলোর রেজাল্ট এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। একাডেমিক স্থবিরতার কারণেই এমফিল ও পিএইচডি প্রার্থীরা পূর্বের মতো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

সিন্ডিকেট সভাসহ বিভিন্নভাবে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিগত তিন বছরে অন্তত ২৮ বার রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলেও সংঘর্ষ, সংঘাত, ভাংচুর, হরতাল, সাধারণ ছাত্রদের জোরপূর্বক ক্লাস থেকে বের করে দেয়া, শিক্ষকদের ক্লাস না নিতে বাধ্য করাসহ রাজনৈতিক দলগুলোর অপকর্মের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনাসাপেক্ষে কারণ দর্শানো নোটিস পর্যন্ত দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-পরিপন্থী কার্যকলাপের সাথে সরাসরি জড়িত এমন কাউকে বহিষ্কারও আজ পর্যন্ত করা হয়নি। দীর্ঘ ৬ মাস রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পর গত বছরের ১ জুলাই থেকে ছাত্র রাজনীতি ওপেন হওয়ার ২১ দিনের মাথায় শিবির ও লীগের মধ্যকার সংঘর্ষের পর পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষিত হয়। '৯৮ সালের ২১ ও ২৩ জুলাই ছাত্র সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ১৫ দিন। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। '৯৮-এর বন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে ৯ দিন। '৯৮-এর ৩১ অক্টোবর ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে এক ছাত্রের মৃত্যুর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। '৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রদল আহূত হরতাল অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে দীর্ঘদিন।